দেশে আরও দুজন করোনায় আক্রান্ত

দেশে আরও দুজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১০ জন। এ তথ্য জানিয়েছে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)।

মঙ্গলবার রাজধানীর মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের সম্মেলনকক্ষে বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

তিনি জানান, আক্রান্ত দুজনের মধ্যে একজন ইতালি, অন্যজন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরেছেন। এ নিয়ে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০ জনে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য আক্রান্ত প্রথম তিনজন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন।

চীনের হুবেইপ্রদেশের উহান শহর থেকে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। বিশ্বের ১৬২ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এ ভাইরাস। এতে আজ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ৭ হাজার ১৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিভিন্ন দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ৮২ হাজার ৫৫০। অপরদিকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭৯ হাজার ৮৮১ জন।

সুত্র-যুগান্তর

গ্রেফতার করতে গিয়ে আসামির বাবাকে রক্ত দিলেন পুলিশ

কর্মকর্তা!

চট্টগ্রামে হত্যা মামলার এক আসামিকে গ্রেফতার করতে গিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তার বাবাকে রক্ত দিলেন পুলিশের এক কর্মকর্তা।

মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ওই কর্মকর্তার নাম বদিউল আলম। তিনি আকবরশাহ থানার এসআই।

শনিবার রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম এমদাদ হোসেন। তার বাড়ি নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার বীর নারায়াণপুর গ্রামে।

থানাসূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ২৫ অক্টোবর আকবরশাহ থানার কৈবল্যধাম রেললাইন এলাকার রশিদ কলোনিতে ছুরিকাঘাতে খুন হন জসিম উদ্দিন নামে এক যুবক। এমদাদ ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

বদিউল আলম জানান, চার মাস ধরে এমদাদ হোসেন আত্মগোপনে ছিলেন। গোপনে জানতে পারি চট্টগ্রাম মেডিকেলে চিকিৎসাধীন তার বাবাকে দেখতে আসবেন তিনি। তার আসার আগ থেকেই হাসপাতালে গিয়ে ওঁৎ পেতে থাকি। আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করি। এ সময় এমদাদ জানায়, তার বাবার অপারেশন হয়েছে। রক্ত সংগ্রহ করতে হাসপাতালে এসেছেন তিনি।

‘তার বাবার রক্তের গ্রুপের সঙ্গে আমার রক্তের গ্রুপ মিলে যাওয়ায় তার বাবাকে রক্ত দিই। পরে এমদাদকে আদালতে পাঠানো হলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।’

এসআই আরও বলেন, আমি প্রশংসা হওয়ার জন্য রক্ত দিইনি। তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলে হয়তো রক্ত জোগাড় করা সম্ভব হবে না। এতে তার অসুস্থ বাবার ক্ষতি হতে পারে। আমার রক্তের গ্রুপ যেহেতু একই তাই রক্ত দিয়েছি।

বদিউল আলম বলেন, আসামির বাবা বিবেচনা নয়, মানুষ বিবেচনায় রক্ত দিয়েছি। এটি ওর বাবা না হয়ে অন্য যে কেউ হলেও রক্ত দিতাম।

সুত্র-যুগান্তর

প্রতিবেশীকে ফাঁসাতে শিশু তুহিন হত্যা: বাবা ও চাচার ফাঁসির আদেশ

সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় শিশু তুহিন হাসান (৬) হত্যার চাঞ্চল্যকর মামলায় তার বাবা ও চাচার মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট সুনামগঞ্জের জেলা দায়রা জজ আদালতের বিচারক ওয়াহিদুজ্জামান শিকদার এ রায় দেন। অপরাধ প্রমাণ না হওয়ায় দুজনকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে।

দণ্ডিতরা হলেন– তুহিনের বাবা আবদুল বাছির (৪০), চাচা নাসির উদ্দিন (৩৫)। তুহিনের চাচা আবদুল মছব্বির (৪৫) ও জমসেদ আলীকে
(৬০) বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। এ সময় আসামিরা কাঠগড়ায় ছিলেন।

এর আগে গত ১০ মার্চ সুনামগঞ্জের শিশু আদালত তুহিন হত্যা মামলায় তার ১৭ বছর বয়সী কিশোর চাচাতো ভাইকে ৮ বছরের কারাদণ্ড দেন।

তুহিন হত্যার ঘটনায় তার মা মনিরা বেগমের করা মামলায় পাঁচ আসামির মধ্যে তার চাচাতো ভাই শিশু হওয়ায় তার বিচার শিশু আদালতে হয়েছে।

২০১৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর বাবাসহ পাঁচজনকে অভিযুক্ত করে সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে বহুল আলোচিত শিশু তুহিন হত্যাকাণ্ডের অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ।

২০১৯ সালের ১৪ অক্টোবর সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার কেজাউরা গ্রামে রোমহর্ষক এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। সকালে বাড়ির পাশের একটি গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় তুহিনের রক্তাক্ত লাশ পাওয়া যায়। তুহিনের গলা, দুই কান ও যৌনাঙ্গ কাটা ছিল। পেটে বিদ্ধ ছিল দুটি ছুরি। এ ঘটনায় তুহিনের মা মনিরা বেগম বাদী হয়ে পর দিন অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে দিরাই থানায় মামলা করেন।

এ মালায় পুলিশ তুহিনের বাবা, তিন চাচা ও এক চাচাতো ভাইকে গ্রেফতার করে।

হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার প্রমাণসহ তাদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে ও প্রতিবেশী তথা এলাকাবাসীর সহমর্মিতা পেতে নির্মমভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়।

সুত্র-যুগান্তর

কুড়িগ্রামের ডিসিকে প্রত্যাহার, আরিফুলের জামিন

বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে মধ্যরাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে একবছরের সাজা পাওয়া সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগ্যান জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। অন্যদিকে এই সাংবাদিককে সাজা দেয়ার পেছনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনের সম্পৃক্ততা ও আচরণের অসঙ্গতির প্রমাণ পাওয়ায় তাকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আজ রোববার সকালে বাংলা ট্রিবিউনের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি আরিফুল ইসলামের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেনের আবেদনের পর কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সুজাউদ্দৌলা তাকে জামিন দেন। জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তাকে কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তবে অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেনকে আইনজীবী নিয়োগ নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। আরিফ মুক্ত হওয়ার পর জানিয়েছেন, জেল কর্তৃপক্ষ তার কাছে একটি ওকালতনামা পাঠায়। তাকে বলা হয় পরিবার পাঠিয়েছে। এই কথা বলে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। তবে পরিবারের কেউ ওকালতনামায় স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও কাগজ পাঠাননি।

গত শুক্রবার (১৩ মার্চ) মধ্যরাতে বাড়ির বেড়া ভেঙে ঢুকে স্ত্রী- সন্তানদের সামনে থেকেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয় আরিফুল ইসলামকে। তার বাসায় আধা বোতল মদ ও দেড়শ’ গ্রাম গাঁজা পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ আনা হয়। এরপর গভীর রাতে জেলা প্রশাসকের অফিসে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। সূত্র-

বণিক বার্তা

এ নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা বলছেন, অবস্থা বেগতিক দেখার পর জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন নিজের লোকজনদের দিয়ে আরিফের পরিবারের সঙ্গে কথা না বলেই কৌশলে তার কাছ থেকে স্বাক্ষর নিয়ে তাকে জামিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যদিও বিষয়টি এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

এদিকে অভিযুক্ত জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনের সম্পৃক্ততা ও আচরণের অসঙ্গতির প্রমাণ পাওয়ায় তাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার (১৫ মার্চ) সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ‘শুধু ডিসি নয়, এই ঘটনার সঙ্গে অন্য যেসব কর্মকর্তা জড়িত ছিল নিজ নিজ ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনমনে শনিবার থেকে যত প্রশ্ন উঠেছে সব প্রশ্নের সত্যতা তদন্তে পাওয়া গেছে।’

এসময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এক-দুজন কর্মকর্তার দায় সরকার বা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নেবে না।’

বিভাগীয় কমিশনারের খসড়া প্রতিবেদন হাতে পেয়েছি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবেদন কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে যাবো। খসড়াতে যা দেখেছি সেটাই চূড়ান্ত প্রতিবেদন হবে। যেহেতু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর তাই আদেশে তার স্বাক্ষর লাগবে। ফলে দোষীদের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটি এখনই বলা ঠিক হবে না।’

আরিফের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তিনি ইতোমধ্যে জামিনে মুক্ত হয়েছেন। যেহেতু প্রতিবেদনে সব উল্লেখ আছে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি সেহেতু একসময় তিনি নির্দোষ প্রমাণ হবেন।’

কুড়িগ্রামের ডিসিকে প্রত্যাহার করা হবে: জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

সাংবাদিক আরিফুল ইসলামকে মধ্যরাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে নির্যাতন ও সাজা দেয়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীনকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাও নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

রোববার দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জানান, স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ওই ঘটনার তদন্ত করিয়েছি। এতে ডিসির বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। তাকে প্রত্যাহার করা হবে। এর পর তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হবে। কর্ম অনুযায়ী তার শাস্তি হবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি সংশ্লিষ্ট ফাইল অনুমোদন করলে ডিসিকে প্রত্যাহারের আদেশ জারি করা হবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ।

‘তদন্তে অনেক অনিয়ম দেখেছি। বিভাগীয় প্রক্রিয়া অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। অহেতুক সেখানে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তার সত্যতা পেয়েছি; বিধায় ডিসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে’-যোগ করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। সূত্র- যুগান্তর

শুক্রবার মধ্যরাতে কুড়িগ্রামের সাংবাদিক আরিফুল ইসলামকে বাড়ি থেকে তুলে আনেন জেলা প্রশাসকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিন্টু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেট। তাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, মাদকবিরোধী অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে ৪৫০ গ্রাম দেশি মদ ও ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

তবে সাংবাদিক আরিফের স্ত্রী মোস্তারিমা সরদারের অভিযোগ, শুক্রবার রাত ১২টার দিকে একদল লোক দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ঘরে

ঢুকে ‘তুই খুব জ্বালাচ্ছিস’ বলে আরিফুলকে পেটাতে থাকে। এ সময় তাকেও গালাগাল করা হয়। একপর্যায়ে কয়েকজন মিলে টেনেহিঁচড়ে আরিফকে তুলে নিয়ে যায়। তাকে জামাও পরতে দেয়া হয়নি। সকালে তিনি জানতে পারেন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়ে আরেক দফা মারধরের পর সাজানো অভিযোগে আরিফুলকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে। পরে শনিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ রংপুর বিভাগীয় কমিশনারকে ঘটনা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়। রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার কেএম তারিকুল ইসলাম তদন্তের দায়িত্ব দেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আবু তাহের মো. মাসুদ রানাকে।

এ বিষয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী রোববার সকালে জানিয়েছিলেন, বিভাগীয় প্রতিবেদনটা আমাদের কাছে আসবে। সেটি যাচাই করে একটি সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। একটা পদক্ষেপ আমরা নেব। দুপুরের পর হয়তো যে সিদ্ধান্ত নেয়ার আমরা নিতে পারব।

স্থানীয়রা জানান, কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন একটি পুকুর সংস্কার করে নিজের নামে নামকরণ করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে নিউজ করার পর থেকেই ডিসি আরিফের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন।

বিসিএস ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তা সুলতানা ২০১৮ সালের ৩ মার্চ কুড়িগ্রাম জেলার ডিসির দায়িত্ব নেন।

এদিকে কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সুজাউদ্দৌলা রোববার সাংবাদিক রিগানের জামিন মঞ্জুর করেছেন। জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাদণ্ড দেয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদনও হয়েছে।

ইতালিফেরত যাত্রীদের কারো দেহে করোনাভাইরাস পাওয়া যায়নি

ইতালি থেকে শতাধিক যাত্রী নিয়ে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি বিমান

শনিবার সকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।

দুবাই হয়ে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ইকে- ৫৮২ নম্বর ফ্লাইটে শনিবার সকালে তারা ঢাকায় অবতরণ করেন।

মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে ভয়াবহভাবে আক্রান্ত দেশ ইতালির রোম থেকে ঢাকায় ফেরা ১৪২ জন বাংলাদেশিকে আশকোনা হজ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সেখানে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে কারও শরীরেই করোনাভাইরাস পাওয়া যায়নি।

শনিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানিয়েছেন জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদি সেব্রিনা ফ্লোরা।

তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে কারো দেহে এ ভাইরাস ধরা না পড়লেও তাদের দুই সপ্তাহে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে।

প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দেয়ায় স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিল স্বামী!

সন্তান প্রতিবন্ধী জন্ম নেয়ায় স্ত্রীর খোঁজ রাখছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে এক স্বামীর বিরুদ্ধে। প্রতিবন্ধী সদস্য মেনে নেয়নি ওই নারীর শ্বশুরালয়ও। সন্তান প্রতিবন্ধী জন্ম নেয়ার পরই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে ওই নারীকে বাড়ি থেকে বের করে দেন তারা।

পাবনার চাটমোহর উপজেলায় ডিবিগ্রাম ইউনিয়নের কাঁটাখালী গ্রামে এ অমানবিক ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, তিন বছর আগে কাঁটাখালী গ্রামের দুলালী খাতুনকে বিয়ে করেন একই গ্রামের দিনমজুর আলামিন। দুলালী প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম দেন। চিকিৎসক জানান, গর্ভকালীন অপুষ্টিজনিত সন্তান প্রতিবন্ধী হয়েছে। এ খবরের পরই অমানসিক নির্যাতন চলতে থাকে দুলালীর ওপর।

দুলালীকে মারধর করে একসময় সন্তানসহ তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন। ঘরহারা হয়ে দুলালী আশ্রয় নেন নিজের বাড়িতে। মেয়েকে ফেলে দিতে পারেননি মা খইচন বেওয়া। সেই থেকে তিন বছর কেটে গেলেও স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন সন্তান ও দুলালীর কোনো খোঁজ রাখেননি।

এদিকে সন্তানের চিকিৎসা করাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন দুলালী। ছেলেকে সুস্থ করতে চাইলে ঢাকায় ভালো কোনো চিকিৎসককে দেখানোর পরামর্শ দিয়েছেন পাবনার শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. নীতিশ কুমার। কিন্তু ঢাকায় এসে থাকারই অর্থ নেই তার কাছে ।

অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সমাজের বিত্তবানদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন দুলালী। কিন্তু কোনো সহযোগিতা পাননি।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে দুলালী খাতুন যুগান্তরকে বলেন, ‘প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দেয়া কি অপরাধ? মাঝেমধ্যে মনে হয়, আত্মহত্যা করি। কিন্তু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তা করতে পারি না। ওর বাবা (আলামিন) মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমার জীবনটা এই ছেলের মধ্যে। আমি ছাড়া ওকে কে দেখবে?’

দুলালীর অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন আলামিনের বাবা রব্বান মোল্লা।

পরে তিনি যুগান্তরকে বলেন, ‘আমি ছেলেকে বের করে দিয়েছিলাম। ছেলের বউ কে নয়। তবে আমি বউমাকে ফেরানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে আসেনি। ছেলে এখন চট্টগ্রামে থাকে। সে আমার ফোন ধরে না। এখানে আমার করার কিছু নেই।’

ইউপি সদস্য হাফিজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, ‘কয়েক মাস আগে রাগের মাথায় আলামিন স্ত্রী দুলালীকে মুখে মুখে ছেড়ে দিয়েছিল। পরে আমরা গ্রামপ্রধানদের নিয়ে বসে সেটি মীমাংসা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে কী হয়েছে তা জানি না। ওরা কেউ আসেনি আমার কাছে।’

ডিবিগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ নবীর উদ্দিন মোল্লা যুগান্তরকে বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে এমন ঘটনা হয়ে থাকলে জঘন্য অপরাধ করেছে ছেলে পক্ষ। আমি এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।’

স্থানীয়রা বলেন, ‘এনজিও থেকে কিস্তি নিয়ে যৌতুক হিসেবে ১০ হাজার টাকা, একটি বাইসাইকেলসহ নানা জিনিসপত্র দিয়ে দুলালীকে আলামিনের কাছে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। এর পর একটি ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানও কিনে দেয়া হয় আলামিনকে। বিয়ের কিছু দিন পর দুলালী ছেলেসন্তানের জন্ম দেন। নাম রাখেন দুর্জয়। জন্মের পরেই দুর্জয় অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মায়ের অপুষ্টির কারণে সন্তান শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েছে বলে জানান চিকিৎসক।’

সুত্র-যুগান্তর

যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু, দৌঁড়ে পালালেন কাউন্সিলর

যশোরের অভয়নগরে রিপন শেখ (২৫) নামে একজন দিনমজুরের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার সকালে উপজেলার একতারপুর গ্রামের একটি বাগান থেকে রিপনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

স্ত্রী শাহানাজ বেগমের পরকীয়ায় রিপন বলি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন নিহতের বাবা শুকুর আলী শেখ। অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কাউন্সিলর রাশিদা বেগমের ওপরও।

এমন অভিযোগের পর পুলিশ দেখে দৌড়ে পালিয়ে যান সেই কাউন্সিলর।

শুকুর আলী শেখের অভিযোগ, ‘আমার বৌমা শাহানাজ বেগম ও তার প্রেমিক ইব্রাহিম হোসেন রিপন শেখকে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে। তাদের এ খুনে সহযোগিতা করেছে বৌমার খালা আনোয়ারা বেগম, কাউন্সিলর রাশিদা বেগম ও ব্যবসায়ী রফিক।’

এমন অভিযোগ মিথ্যা দাবি করে নিহতের স্ত্রী শাহানাজ বেগম বলেন, ‘সকালে আমার স্বামী রেললাইনের পাশ দিয়ে হাটাহাটির সময় ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন। এটা নিছক দুর্ঘটনা।’

ট্রেনে ধাক্কায় নিহত হলে লাশ রেললাইন থেকে দুই কিলোমিটার দূরে পাওয়া গেল কেন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘জিআরপি মামলা এড়াতে কাউন্সিলর রাশিদা বেগম ও ব্যবসায়ী রফিকের নির্দেশে ভ্যানযোগে মো. রবি লাশটিকে দূরের ওই স্থানে নিয়ে ফেলে দেয়।’

বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে স্থানীয় কাউন্সিলর রাশিদা বেগম বলেন, ‘জিআরপির মামলা এড়াতে নিহতের শশুর বাড়ির লোকদের এবং রফিকের পরামর্শে লাশটিকে পাশে রাখতে বলেছি। কিন্তু মো. রবি ভ্যানযোগে দুই কিলোমিটার দূরের একটি বাগানে লাশটি কেন ফেলল তা আমার জানা নেই।’

এদিকে খবর পেয়ে যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল-খ) আবু নাসের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসলে কাউন্সিলর রাশিদা বেগম ঘটনাস্থল থেকে দৌঁড়ে পালিয়ে যান।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু নাসের বলেন, ‘পুলিশকে না জানিয়ে লাশটিকে কেন সরানো হলো, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ’

অভয়নগর থানার ওসি মো. তাজুল ইসলাম বলেন, ‘রিপন শেখ বৃহস্পতিবার রাতে তার শ্বশুর বাড়ি তালতলা বস্তি এলাকায় রাত যাপন করেন। কি কারণে তার মৃত্যু হয়েছে ময়না তদন্তের পর তা সঠিকভাবে জানা যাবে। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক তদন্ত চলছে।’

সুত্র-যুগান্তর

ঝিনাইদহে কলাক্ষেতে মিলল মাদ্রাসাছাত্রীর লাশ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার দাদপুর গ্রামের একটি কলাক্ষেত থেকে কেয়া খাতুন (১৫) নামে এক মাদ্রাসাছাত্রীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত কেয়া খাতুন উপজেলার ত্রিলোচনপুর গ্রামের সামাউল হক সামাদের মেয়ে।

এ বছর বালিয়াডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসা থেকে জেডিসি পাশ করেছিলেন কেয়া।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকালে দাদপুর গ্রামে ক্ষেতে কাজ করতে গেলে প্রচন্ড গন্ধ পায় কৃষকেরা। তারা খোঁজ শুরু করলে ক্ষেতের একপাশে মাথার লম্বা চুল ও জুতা দেখতে পান। বিষয়টি পুলিশকে জানায় তারা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মাটি খুঁড়ে কিশোরী কেয়া খাতুনের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে।

নিহতের বাবা সামাউল হক সামাদ বলেন, ‘গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ত্রিলোচনপুর বাড়ি থেকে রাত সাড়ে ৮ টার দিকে তার মেয়ে নিখোঁজ হয়। এরপর ১ মার্চে থানায় একটি জিডি করি। আজ সকালে খবর পেয়ে দাদপুর গ্রামের মাঠে গিয়ে মেয়ের লাশ দেখতে পাই। মেয়ের মাথার ব্যান্ড ও জুতা দেখে লাশ শনাক্ত করি।’

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার বলেন, ‘পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে। কি কারণে ও কিভাবে কেয়াকে খুন করে ক্ষেতে ফেলে রাখা হয়েছে জানাতে তদন্ত চলছে।’

পুলিশ ও স্থানীয়া জানান, ‘প্রায় ৪ মাস আগে উপজেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামের মনছুর মালিথার ছেলে সাবজেল হোসেনের সঙ্গে বিয়ে হয় কেয়ার। বিয়ের পর থেকে সে নিজ বাড়িতেই ছিল। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত ৮ টার দিকে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় কেয়া। ’

শরীয়তপুরে বিদেশফেরত ১৬২ জন

‘হোম কোয়ারেন্টাইনে’

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কিনা জানার জন্য ১৬২ জন প্রবাসীকে স্বেচ্ছায় হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।
তাদের প্রত্যেককে ১৪দিন বাড়িতে একা একা বসবাস করার নির্দেশ দিয়েছে শরীয়তপুর স্বাস্থ্য বিভাগ।

শুক্রবার শরীয়তপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. আবদুর রশিদ জানান, ‘করোনা রোগী শনাক্তকরণের লক্ষ্যে বিদেশফেরত ১৬২ জন প্রবাসীকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখা হবে। ’

তিনি জানান, কোয়ারেন্টাইনে যাওয়া এসব প্রবাসীদের মধ্যে মরিশাস, কাতার, কুয়েত, জর্দান, ওমান, মালদ্বীপ, দ. আফ্রিকা, বাহরাইন, ফ্রান্স,ইতালী, সৌদি আরব, ব্রনাই, মালয়েশিয়া, দুবাই, গ্রীস, ও সিঙ্গাপুর ফেরত যাত্রী রয়েছে।

জানা গেছে, করোনা রোগী চিকিৎসার প্রস্তুতি হিসেবে শরিয়তপুরের বিভিন্ন হাসপাতাল ও প্রাইভেট ক্লিনিকে আইসোলেশন রুম প্রস্তুতসহ র্যাপিড রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ইতোমধ্যে জেলার ৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে একটি রুমে ৫টি সিট, শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ৫টি সিটসহ একটি করে রুমে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

এছাড়া প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে ১টি আইসোলেশন রুম প্রস্তুত রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত শরিয়তপুরে কোনো করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি। করোনাভাইরাস থেকে সতর্ক থাকার জন্য পপলিন কাপড়ের তৈরি তিন লেয়ারের মাকস ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জনসচেতনার জন্য ইতিমধ্যে লিফলেট বিতরন করা হয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর